SEM – VI CC – 13 S. Radhakrishnan.

প্রঃ ধর্মীয় অভিজ্ঞতার স্বরূপ বিষয়ে রাধাকৃষ্ণন কী বক্তব্য আলোচনা করেছেন? (১০)

উঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বলেছেন যে, ব্যক্তির উচিত একটি বিশ্বাস নিয়ে শুরু করা, এই বিশ্বাস হলো ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বিশ্বাস, মানুষকে আধ্যাত্মিকতার উপলব্ধিতে সক্ষম করে তুলতে পারে এই ধর্মীয় অভিজ্ঞতা একাই। সুতরাং প্রথমে আমাদের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রকৃতি ও চরিত্র কি তা নির্ধারণ করে ফেলতে হবে, এই অভিজ্ঞতা অন্যান্য সাধারণ অভিজ্ঞতার মতো কেবলমাত্র জ্ঞানের একটি আকৃতি মাত্র নয়। এটি আমাদের দেহের এমন কোনো ভঙ্গী বা আচরণের দ্বারা দিয়ে প্রকাশযোগ্য নয়। একে অভিজ্ঞতা বলা হচ্ছে কারণ এর দ্বারা আমরা এক প্রকার বস্তুগত সচেতনতা অর্জন যার সঙ্গে আসে এক ধরনের আনন্দ, এক ধরনের অন্তর অনুভূতি। একে আবার বলা হয় ধর্মীয় কারণ এর অদ্ভুত প্রকৃতি এমনই অভিনবত্ব থাকে অভিজ্ঞতায় আমরা পেয়ে থাকি।

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ধর্মীয় অভিজ্ঞতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, এগুলি এই প্রকার।

(১) এটি এক ধরনের অভিজ্ঞতা বিশেষ। এর অর্থ –

(ক) এটি কোনরকম অসাধারণ অথবা অস্বাভাবিক বিষয় নয়, (খ) প্রত্যেক মানুষই একে লাভ করতে পারে, (গ) এটি যুক্ত থাকে একটি বিষয়গত সচেতনতার সঙ্গে।

(২) এটি সমগ্রমুখী এবং অবিভক্ত চেতনা, এই চরিত্রটিই পৃথক করে ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে। সাধারণ অভিজ্ঞতায় বিষয় এবং বিষয়ীর দ্বৈত চরিত্র সবসময় বজায় থাকে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতায় বিষয়-বিষয়ীর পার্থক্য থাকে না।

(৩) এটি স্ব-শাসিত চরিত্রের, কেননা এটি মনের এক স্বাধীন ক্রিয়া, এটি কোনভাবে কোন বাহ্য উপাদান দ্বারা নির্ধারিত হয়না, এর প্রেরণা স্বতঃস্ফূর্ত এবং আন্তরিক।

(৪) এটি অনিবার্যভাবেই আন্তরিক এবং ব্যক্তিগত। রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে হোয়াইটহেড এর দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁর মতই তিনিও ব্যক্তির অন্তর জীবনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

(৫) জাগতিক বিষয় সম্পর্কে নিস্পৃহতা, এই অভিজ্ঞতার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল: আমাদের সাধারণ জীবনে স্বাভাবিকভাবে যে সব বিষয়ের প্রতি আমরা আকর্ষণ অনুভব করি, সেইসব জাগতিক বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ, নির্বিকার থাকে এই জাতীয় অভিজ্ঞতার অধিকারী ব্যক্তিরা।

(৬) সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হল সমগ্র মানুষের সমগ্র সত্তার প্রতি সামগ্রিক প্রতিক্রিয়াবিশেষ, এই অভিজ্ঞতা কোনভাবেই আংশিক নয়। এটি সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া," কেননা এর সঙ্গে যুক্ত থাকে বৌদ্ধিক, নৈতিক, নান্দনিক – একজন মানুষের সমগ্র দিক। তাই তিনি বলেছেন, "the privacy of the individual self is broken into and invaded by the universal self which the individual feels as his own."

৭) এই অভিজ্ঞতা ব্যক্তির জীবনে কোনরকম ব্যাঘাত সৃষ্টি করেনা, বরং বাহ্যজগতের অশান্তি, পাপজন্মের যন্ত্রণার মধ্যেও এক সার্থক শান্তির অনুভূতি নিয়ে আসে মনে, যা ব্যক্তিকে নিজের ওপর আস্থা, শক্তি এবং নির্মল আনন্দকে ফিরিয়ে দেয়।

৮) এই অভিজ্ঞতা আমাদের মধ্যে এক অন্তর স্বাধীনতার অনুভূতি এনে দেয়, জাগতিক জীবনের নানা উৎকণ্ঠা থেকে মানব জীবনে শান্তি বিঘ্নিত হয় এবং যন্ত্রণার অনুভূতি আসে, ফলে মানুষ জাগতিক অবস্থার দাস হয়ে পড়ে। এ সবই ঘটে তার আমিত্বের অহংকারে। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা মানুষকে এ সবের বোঝা থেকে অব্যাহতি দিয়ে মুক্তির অনুভূতি এনে দেয় তার মনে।

৯) এই ধরনের অভিজ্ঞতা যদি একই মুহূর্তের জন্য ও কারো জীবনে ঘটে, তার স্মৃতির রেশ থেকে যায় সমগ্র জীবনে, সেই স্মৃতি এত গভীর এবং এত শক্তিশালী যে সেই ব্যক্তি কখনই একে ভুলে যায় না বা তার মনে অস্পষ্ট হয়ে যায় না।

১০) তবে এই অভিজ্ঞতাকে কখনই ব্যাখ্যা করাও যায়না, প্রমাণও করা যায় না। রাধাকৃষ্ণন এই অভিজ্ঞতাকে চিহ্নিত করার জন্য নানা শব্দ ব্যবহার করেছেন আত্ম প্রতিষ্ঠিত (Self-established), আত্ম-সাক্ষ্যবহনকারী (Self-evidencing) আত্ম-দীপ্তিমান (Self-luminous) প্রভৃতি,

১১) এইসব শব্দ ব্যবহার করলেও রাধাকৃষ্ণন সচেতন ছিলেন যে, এই অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করার মতো শব্দ কোথাও নেই, ভাষার এই সীমাবদ্ধতার কথাও তিনি বলেছেন, তাই 'গভীরতার নীরবতা' দ্বারাই একে উপলব্ধির কথা বলেছেন তিনি এভাবে, 'Deep intuition is utterly silent. Through silence we 'confess without confession' that the glory of spiritual life is inexplicable and beyond the reach of speech and mind. It is the great unfathomable mystery and words are treacherous.' (An Idealist view of life p-101)

রবীন্দ্রনাথের মতে স্বজ্ঞামূলক চেতনা বা বোধির স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। (৬)

রবীন্দ্রনাথ স্বজ্ঞামূলক চেতনাকেই সত্য জ্ঞানের প্রকৃত উৎস হিসাবে চিহ্নিত করেছেন নানা কারণে। এগুলি হল:-

স্বজ্ঞা হল বস্তু বা বিষয়ের সরাসরি উপলব্ধি, এই জ্ঞান চিহ্ন বা প্রতীকের মাধ্যমে আসে না, স্বজ্ঞামূলক চেতনায় জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বিষয়ের বিভাজন সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে যায়, এক অর্থে এই জানা - 'হয়ে ওঠা' (becoming), বিষয়টিকে একটি উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্ট করা যায়, যেমন 'ক্রোধ', 'ক্রোধ' কি? এই আবেগটিকে কোন যৌক্তিক চিন্তন দ্বারা কাউকে বোঝানো যায় না আমরা কেবলমাত্র নিজেরা 'ক্রুদ্ধ' হয়ে বিষয়টিকে বুঝতে পারি এভাবেই স্বজ্ঞা - একটি একত্ব প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বিষয়ের মধ্যে, তাই স্বজ্ঞামূলক চেতনায় আমরা সত্যের সঙ্গে এক হয়ে যাই, জ্ঞানের বিষয়ের সঙ্গে একত্ব অনুভব করি বলে তিনি মনে করেন। সুতরাং এই জ্ঞান সরাসরি এবং অবিলম্বে ঘটে থাকে।

স্বজ্ঞাজাত চেতনা নিজেই নিজের সাক্ষ্য বহন করে. অর্থাৎ নিজে নিজেই সত্য। এটি স্বতঃ সত্য কারন এর সত্যতা প্রমাণের জন্য অন্য কোন কিছুর সাহায্যের প্রয়োজন নেই, এটি নিজেই নিজের জামিনদার। এর নিশ্চয়তা এবং সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় আমাদের স্বজ্ঞাজাত চেতনা হওয়ার মুহূর্তেই। স্বজ্ঞাজাত চেতনা বিষয় সম্পর্কে একান্ত আপনভাবে জ্ঞান (intimate knowledge) দেয় আমাদের, কারন এক্ষেত্রে জানা ক্রিয়াটি ঘটে নিজেদের ঐ বিষয় হয়ে ওঠার মাধ্যমে, এটি অবাস্তব অথবা অসম্ভব জ্ঞান নয় বরং মানুষের ক্ষেত্রে এটি স্বাভাবিক জ্ঞান। আমরা প্রত্যেকেই কিছু স্বজ্ঞাজাত জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম, জীবনের সাধারন উদাহরন দিয়েই একথা প্রমান করা যায়, স্বজ্ঞাই কেবল জীবনের বিশেষ কিছু দিককে উন্মোচন করতে সক্ষম — এ বিষয়ে অনেক তথ্য হাজির করা যায়, যেমন, বুদ্ধির ভূমিকাকে ব্যর্থ করে দেয় অনেক ক্ষেত্রেই ভালোবাসার আবেগ, একে উপলব্ধি করার জন্য একজনকে প্রকৃতই প্রেমিক হতে হবে।

'স্বজ্ঞা' হচ্ছে এক আলোর ঝলকানির মত আমাদের মানসপটে উদ্ভাসিত হয়। হঠাৎ অন্তর্দর্শন ঘটে-বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে আমাদের মনের গভীরতম প্রত্যয় নিয়ে আমরা চিন্তা করি এবং ভেবে থাকি সেগুলি কখনই প্রত্যক্ষজাত অভিজ্ঞতা অথবা যৌক্তিক জ্ঞান থেকে আসতে পারেনা, সেগুলোকে পাই স্বজ্ঞা থেকে, জগতে মহান সত্যগুলি যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত নয় - বরং স্বজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধ হয়েছে।

নিজের আত্মা সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করা সম্ভব কেবল স্বজ্ঞা দ্বারাই। কিভাবে আমরা জানবো 'আমি কে'? তাঁর মতে, আত্ম উপলব্ধির দ্বারা, এই আত্ম উপলব্ধি হল স্বজ্ঞামূলক চেতনা। রবীন্দ্রনাথ স্বজ্ঞার স্বরূপের ~~[illegible]~~ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "Intuition is only the higher stage of intelligence."